তারিখ ২.৬. ২০/ ২০০১
পৃঃ ১৩ কলাম ৬

110

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবসার সুযোগ সাম্প্রতিক সময়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। শিক্ষা যে জাতীয় দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- এর মজবুত কোনো স্বাক্ষর নেই। শিক্ষা এখন চমৎকার লাভজনক এক ব্যবসা। যে কেউ নিশ্চিন্তে নেমে পড়তে পারে এবং নেমে পড়ছেও। ফলে শিক্ষাটা আর তাদের কাছে মুখ্য বিষয় থাকছে না, মুখ্য বিষয় হয়ে গুঠেছে ব্যবসা।

শি... স...

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে কিছু কলেজ সার্টিফিকেট ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে বলে যে অভিযোগ সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে- তা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার হাজারটা রকমের মধ্যে একটা মাত্র।

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বলি কিংবা শিক্ষার নামে ব্যবসাই বলি- এটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কল্যাণের নয়। এই অকল্যাণকর তৎপরতা কেন, কোন সুযোগে শিকড় গেড়ে বসতে পেরেছে? শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বা প্রতারণা যা-ই বলা হোক না কেন, তা কার্যকরভাবে বন্ধ করার তাগিদ অনুভব করলে, এ প্রশ্নের জবাবটা খুঁজে বের করতে হবে। তা না করে বিচ্ছিন্নভাবে ও সাময়িকভাবে কিছু কিছু পদক্ষেপ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার এই ক্ষতিকর প্রবণতা দূর করতে পারবে না, পারাটা সম্ভবও নয়। কেননা, এই প্রবণতা অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক এ থেকে আর্থিক ফায়দা লুটছে। তারা চাইবে না যে, তাদের মুফতে আয়-উপার্জনের পথটা বন্ধ হয়ে যাক। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার যে সুযোগ তা অক্ষুণ্ন রেখে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ জনগণের আইওয়াশের ক্ষেত্রে যতটা কার্যকর, সমস্যার মূল উৎপাটনে ততটা কার্যকর নয়।

আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতার সুযোগেই বিচিত্র সব ব্যবসায়িক প্রবণতা অনুপ্রবেশ করেছে এবং এখনো করছে। অথচ, শিক্ষা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ন্যূনতম দুর্বলতাও থাকুক এটা কারো কাম্য হতে পারে না। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম শিক্ষা। সুষ্ঠু শিক্ষা লাভের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। এ অধিকার অর্জন থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কিংবা এই অর্জনের ক্ষেত্রে কাউকে হয়রানি করা নাগরিক অধিকারেরই খেলাপ হিসেবে গণ্য হবে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার এই মৌলিক অধিকারটি সংরক্ষণে কতটা সতর্ক ও দায়িত্বশীল তা বোঝা যায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর ফেরালে।

উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মত রাজনৈতিক মঞ্চের বক্তৃতায় অর্থাৎ মুখে মুখে শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না; বরং বাস্তব ক্ষেত্রে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত, সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। গণআকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখটি অর্থাৎ জাতির মনন ও বস্তুগত পরিস্থিতিটিকে সামনে রেখে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয় শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সুষ্ঠুভাবে, সতর্কতার সাথে। অধিকাংশ দেশে শিক্ষার বিষয়টি সরকারের এখতিয়ার। সরকার শিক্ষার এক ও

সাভারে নির্বাচনী ভা...

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রা...

আখতার হামিদ খান ঃ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাভার থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কে হচ্ছেন? বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, নাকি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সাভারের রাজনৈতিক অঙ্গনে, বিভিন্ন সামাজিক আড্ডায় এ বিষয়টিই বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। সকলেরই একটি প্রশ্ন- ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী কে হচ্ছেন? বিএনপির ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত সাভার আসনের নির্বাচন যে এবার বেশ জমবে, তার পূর্বাভাস সম্ভাব্য প্রার্থীদের গ্রুপিং, লবিং এবং দলীয় সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

নানা কারণেই সাভার আসনটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এবার গুরুত্বের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবার সাভার আসনটি তাদের দখলে নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে জানা গেছে। আর এ পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধাকরা অগ্রসর হচ্ছেন। প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে তারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করে যাচ্ছেন। তাই কে আওয়ামী লীগের টিকেট পাচ্ছে, তা এখন নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মাঝে রয়েছেন, গত সংসদ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী ও বর্তমানে পৌরসভার চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন খান ইমু, বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাভার আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক এমপি মরহুম আনোয়ার জং-এর পুত্র মুরাদ জং। ৪ জনের মাঝে আশরাফ উদ্দিন খান ইমুর সাভারের রাজনীতিতে যথেষ্ট ব্যক্তি ইমেজ থাকা সত্ত্বেও গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন।

জনাব ইমুর অর্থনৈতিক দৈন্যতার পাশাপাশি রয়েছে উপদলীয় কোন্দলের বাড়তি ঝামেলা। দলের অভ্যন্তরে তার রয়েছে একটি বিরোধী গ্রুপ। উপদলীয় কোন্দল না মিটিয়ে তিনি প্রার্থী হলে তা নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই অনেকের ধারণা। বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের কোন রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলেও অর্থশালী হিসেবে দেশব্যাপী তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।

অর্থের মাপকাঠিতে তিনি সকলের চেয়ে এগিয়ে। তিনি প্রার্থী হলে অর্থকে সম্বল করেই ভোটযুদ্ধে অংশ নেবেন। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় সাভার আওয়ামী লীগের একটি অংশ চাচ্ছে সালমান এফ রহমান যাতে প্রার্থী হন।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ও পরিচিতি থাকলেও সাভারের রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও তার বাড়ী সাভারেই। তবে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং সুন্দর ব্যক্তিচরিত্রের কারণে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জনাব সেলিম ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সাভার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। অপরদিকে সাবেক এমপি মরহুম আনোয়ার জং-এর পুত্র মুরাদ জং-এর ব্যক্তিগত পরিচিত না থাকলেও রয়েছে পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য। পিতার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ইমেজকে কাজে লাগিয়ে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। মুরাদ জংয়ের মাতা তার পুত্রের প্রার্থিতার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন। শেখ হাসিনা নাকি তাকে

কাজ ক...
এবারের...
আওয়ামী...
হয়ে পড়ে...
জামায়াত...
জোটবদ্ধ...
জাপা, ...
দিচ্ছে ন...
এককভা...
আর এট...
নীতিনির্ধ...
চিন্তা-ভ...
পাওয়ার...
সম্ভাবনা...
নীতিনির্ধ...
গেছে।

এদিকে...
এমপি ...
নিশ্চিত...
প্রার্থী হ...
যাচ্ছেন...
রয়েছেন...
নিয়ামত...
রাজনীতি...
খান সা...
রাজনৈতি...
১৯৯১ ...
এমপি ...
রহমান...
দলের ...
বিএনপি...
একনিষ্ঠ...
ব্যাপক...

রাজনৈতি...
আওয়ামী...
না কেন...
প্রতিদ্বন্দ্বি...
নেই।

ইস্টার্ণ জুট মিলস-এর বোদা ক্রয় কেন্দ্র

পাট ব্যবসায়ীদের ৩ বছরের বকেয়া পাওনা নিয়ে কর্মকর্তাদের প্রতারণা

ঠাকুরগাঁও জেলা সংবাদদাতা ঃ ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিমিটেড পঞ্চগড় জেলাধীন বোদা পাট ক্রয় কেন্দ্রের কর্মকর্তারা এলাকার পাট ব্যবসায়ীদের গত ৩ মৌসুমের, (৯৮-৯৯,৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১) পাওনা প্রায় ৩২ লাখ টাকা পরিশোধ না করে কূট-...

শত করা ৬০ ভাগ হারে প্রদান করছে। যা সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশের পরিপন্থী। এদিকে চলতি মৌসুমে পাট নগদ দামে ক্রয় করতে গিয়ে সীমাহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। যেমন তোষা প্রতিমণ পাট ৩১০ টাকা থেকে ৩১৫ দুর্নীতির আশ্রয় ... কৌশলে আরো

প্র...

যশো...
প্রবল ...
ও পা...
উঠতি...
ঘাটের...
শার্শা, ...
ঝিকর...
বন্যা ...
বন্যাক...
বসবা...